সংবাদ

2-2 JUN 2007

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

৪০

রাবির ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ

ছাত্র নেই একজনও : বসে বসে বেতন নিচ্ছেন ১৩ শিক্ষক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগে ১৩ শিক্ষকের বিপরীতে ছাত্র নেই একজনও। অথচ শিক্ষকরা বসে বসে বেতন-ভাতাদি নিচ্ছেন। নেই কোন বিভাগীয় কার্যালয় ও শিক্ষকদের বসার কক্ষ।

দু'বছর আগে বিভাগটি খোলা হলেও কোন ছাত্র-ছাত্রী এখনও ভর্তি করা হয়নি। নেই কোন বিভাগীয় কার্যালয় কিংবা শিক্ষকদের চেম্বার। অথচ শিক্ষকদের মাসে আড়াই লাখ টাকার অধিক বেতন দিতে হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০০ সালে নগরীর নারিকেল বাড়িয়াতে অবস্থিত কৃষি কলেজকে আত্মীকরণ করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের সঙ্গে। এ সময় কৃষি কলেজের ১৭ জন শিক্ষককেও আত্মীকরণ করা হয়। যদিও অধিকাংশ শিক্ষকেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আবেদন করার যোগ্যতা ছিল না। এ শিক্ষকদেরকে কৃষি অনুষদভুক্ত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, এগ্রোনমী অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন ও ফিশারিজ বিভাগে যোগদান করিয়ে ডেপুটেশনে কৃষি কলেজেই ক্লাশ নিতে দেয়া হয়। তিন বছর পর শিক্ষকদের পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় এ তিন বিভাগে। পরবর্তীতে ১৭ জনের মধ্যে চারজন শিক্ষক অন্য বিভাগে যোগ দেন।

সূত্র মতে, রাবির কৃষি অনুষদের পঞ্চম বিভাগ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স রুরাল সোসিওলোজি অ্যান্ড টেকনোলজি খোলা হয় ২০০৫ সালে। পরে বিভাগের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। এ বিভাগেই কৃষি কলেজের অবশিষ্ট ১৩ শিক্ষককে নেয়া হয়। শিক্ষকদের মধ্যে পাঁচজন সহযোগি অধ্যাপক ও আটজন সহকারি অধ্যাপক। বিভাগে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারি নেই। শিক্ষা ছুটি নিয়ে আবুল কালাম আজাদ নামে এক শিক্ষক চলে গেছেন বিদেশে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম. আলতাফ হোসেন বলেন, শিক্ষা কারিকুলাম সংক্রান্ত কিছু জটিলতার কারণে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাচ্ছে না।